সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের সংশোধিত নীতিমালা, ২০০৫

১। ভূমিকা । স্বাধীনতার পরে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মনোবল বৃদ্ধি ও অবসর গ্রহণের পর একটি স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের উদ্দেশ্যে সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প প্রতিষ্ঠার বিষয় অনুভূত হয় । সে নিরীখে তৎকালীন সেনাবাহিনী উপ-প্রধানের নেতৃত্বে ২৯-৪-১৯৭৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । সে সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৫-৯-১৯৭৫ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একই বিষয়ে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সাবেক রাষ্ট্রপতির নির্দেশের আলোকে বহুতল বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণের বিষয়টি পর্যালোচিত হয় । কিন্তু নানা যুক্তিসঙ্গত কারণে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের পরিবর্তে প্লট বরাদ্দের সুপারিশ গৃহীত হয় । এ লক্ষ্যে ০২-১-১৯৭৬ তারিখে সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের একটি কর্মপন্থা প্রণয়নের জন্য তৎকালীন সেনাবাহিনী উপ-প্রধানের সভাপতিত্বে কিছু সিদ্ধান্ত সম্বলিত নীতিমালার খসড়া প্রণীত হয় । উক্ত খসড়া নীতিমালা ১৫-৭-১৯৭৬ ইং তারিখে ৬ (ছয়)টি সুপারিশের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১/৬৮/৭৩/ডি-৯/৬১৩২ নং পত্র মূলে অনুমোদিত হয় ।

সেই সুপারিশের ভিত্তিতেই সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাগণকে সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতিমালা প্রস্তাব করে প্লট বরাদ্দের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে । বিভিন্ন সময় অর্থাৎ ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮৭, ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০০ সালে এসব নীতিমালা প্রণয়ন করে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ঐ সব নীতিমালা পরিস্থিতির প্রয়োজনে বাহিনীত্রয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু সমন্বিত নীতিমালা বলতে যা বুঝায় তেমন সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা প্রণীত বা অনুমোদিত হয়নি । এরই প্রেক্ষাপটে বাহিনীত্রয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণীত হলো ।

২। উদ্দেশ্য । সকল বাহিনীর মধ্যে প্লট বরাদ্দের নিমিত্তে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের জন্য সহজ, সুন্দর ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্লট বরাদ্দ করাই হলো এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য ।

৩। পরিসর ।

ক। এই নীতিমালা সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণের জন্য প্রযোজ্য হবে ।

খ। ইতিমধ্যে যে সব সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে সেগুলো বাদে পরবর্তীতে প্রস্তাবিত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প সমূহ সরকারী অনুমোদনের পর প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে ।

গ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন যাঁরা বেসামরিক কর্মকর্তা আছেন তাঁরাও কোটা ভিত্তিক প্লট বরাদ্দ পাবেন। তবে তাঁদের ক্ষেত্রে TO&E অনুসরনে নির্ধারিত কোটানুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসারিত হবে ।

৪। **সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের নিয়মাবলী** ।

ক। বাহিনীত্রয় এবং বেসামরিক কর্মকর্তাগণের জন্য প্লট সংখ্যার অনুপাত নির্ণয়। কোন সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প সরকারী অনুমোদন লাভের পর তৎসময়ে বিদ্যমান অনুমোদিত TO&E অনুযায়ী বাহিনীত্রয় এবং বেসামরিক কর্মকর্তাগণের পদ সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে । প্রাপ্ত পদ সংখ্যার ভিত্তিতে সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণের জন্য প্লট সংখ্যার অনুপাত নির্ণয় করা হবে ।

খ। মৌলিক নিয়মাবলী ।

(১) স্ব-স্ব বাহিনীর কোটায় নির্ধারিত প্লট বরাদ্দের জন্য পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর কর্তৃক আহবান জানানোর (পত্র স্বাক্ষরের) তারিখে ৪(চ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মে হিসাবকৃত সর্বশেষ মোট নম্বরের উপর ভিত্তি করে চাকুরীরত, অবসরপ্রাপ্ত ও শহীদ/মৃত কর্মকর্তাগণের একটি সম্মিলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা স্ব-স্ব বাহিনী সদর দপ্তর প্রস্তুত করবে ।

(২) উক্ত তালিকা হতে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর কোটায় নির্ধারিত প্লট সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাগণের নিকট হতে অঙ্গীকারনামা এবং হলফনামাসহ আবেদন পত্র আহবান করা হবে ।

(৩) আবেদন পত্র সমূহ সংশ্লিষ্ট সদর দপ্তর কর্তৃক পর্যালোচনা পূর্বক একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করতঃ সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে । নির্বাচিত কর্মকর্তাগণকে পয়েন্টের জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী লটারীর মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে প্লট নম্বর বরাদ্দ করা হবে । পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ব বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারণকৃত স্থান, তারিখ ও সময়ে বাহিনীত্রয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লটারী কার্যক্রম গ্রহণ করে প্লট নম্বর বরাদ্দ চূড়ান্ত করা হবে ।

(৪) সামরিক বাহিনীতে শহীদ/মৃত (চাকুরীরত/অবসরপাপ্ত অবস্থায়) কর্মকর্তাগণের বিধবা পত্নী ও সন্তানদেরকে (যুগ্মনামে) কর্মকর্তার বোনাস নম্বরসহ মোট অর্জিত নম্বরের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ করা হবে।

(৫) সামরিক বাহিনীতে চাকুরীরত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগনের ক্ষেত্রে নিজ/স্বামী ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে আলাদাভাবে নম্বর গণনা করা হবে। তবে অধিক নম্বর অর্জনকারীর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তাঁদের যুগ্মনামে প্লট বরাদ্দ করা হবে। সেক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর নাম আবেদন পত্রে উল্লেখ করতে হবে।

(৬) বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত (জীবিত/শহীদ) কর্মকর্তা/কর্মকর্তার পরিবার প্লট বরাদ্দ পাবেন। তিনি জীবিত থাকলে নিজ নামে এবং শহীদ হলে তাঁর বিধবা পত্নী ও সন্তানাদির (যদি থাকে) যুগ্মনামে অথবা তিনি নিঃসন্তান হলে তাঁর স্ত্রীর নামে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। তবে প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তির পূর্বে বিধবা পত্নী পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তিনি প্লট বরাদ্দ পাবেন না। শহীদ কর্মকর্তা অবিবাহিত হলে এবং তাঁর মা জীবিত থাকলে, মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ দেয়া যাবে।

(৭) বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে ৪(চ) (৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হারে বোনাস নম্বর প্রদান পূর্বক অর্জিত পয়েন্টের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ করা হবে।

(৮) কোন নির্দিষ্ট প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ করা হলে বরাদ্দলাভকারী কোন অবস্থাতেই ঐ প্লট সমর্পণ করে অন্য প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

গ। <u>প্লট পাওয়ার যোগ্যতা</u>।

(১) ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প সমূহে আবেদনকারী কর্মকর্তাকে প্লট পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ১৮ (আঠারো) বছর কমিশন্ড চাকুরী সম্পন্ন করতে হবে।

(২) উল্লেখিত চারটি জেলার বাইরে অবস্থিত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প সমূহে আবেদনকারী কর্মকর্তাকে প্লট পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ১৫ (পনের) বছর কমিশন্ড চাকুরী সম্পন্ন করতে হবে।

(৩) অন্যান্য র‍্যাংক হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত অফিসারদের ক্ষেত্রে (GL/SD/BLPC) ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প সমূহে প্লট পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) বছর চাকুরী সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখিত চারটি জেলার বাইরে অবস্থিত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প সমূহে প্লট পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ২২ (বাইশ) বছর চাকুরী সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) কোন শহীদ/মৃত কর্মকর্তার বিধবা পত্নী প্লট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(৫) শুধুমাত্র চাকুরীরত কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে নিজ/স্বামীর/স্ত্রীর/সন্তানাদির নামে বাংলাদেশে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সরকারী অথবা আধা-সরকারী প্লট/বাড়ী/ফ্ল্যাট থাকলে তিনি/তাঁরা এ প্লট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৬). চাকুরীরত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগনের অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হিসেবে সরকারী/আধা-সরকারী কোন প্লট নিজ/স্ত্রীর নামে বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে তিনি সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে প্লট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৭) যে সকল অফিসার স্বাভাবিক নিয়মে/স্ব-স্ব বাহিনী প্রদত্ত অপশন গ্রহণ করতঃ অবসর গ্রহণ করেছেন তাঁরাও প্লট পাওয়ার জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

ঘ। <u>প্লট পাওয়ার অযোগ্যতা</u>।

(১) চাকুরীরত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অথবা শহীদ/মৃত অফিসারগণের পত্নী ও সন্তানাদি যাঁদের নিজ অথবা স্বামী/স্ত্রীর নামে অথবা সন্তানাদির নামে বাংলাদেশে কোন সরকারী/আধা-সরকারী সংস্থার বরাদ্দপ্রাপ্ত আবাসিক/বাণিজ্যিক প্লট/বাড়ী/ফ্ল্যাট আছে অথবা নামে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে বিক্রয়/পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দান অথবা সমর্পণ (Surrender) করেছেন তাঁরাও প্লট পাওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

(২) অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিজ/স্বামীর/স্ত্রীর/সন্তানাদির নামে বাংলাদেশের কোন বিভাগীয়/জেলা শহরে কোন সরকারী/আধা-সরকারী প্লট/বাড়ী/ফ্ল্যাট বরাদ্দ থাকলে এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকলেও তাঁরা এ প্লট পাওয়ার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন। **এছাড়া রাজউক বা এ ধরনের সরকারী বা আধাসরকারী আবাসন প্রকল্পে একবার প্লট বরাদ্দ হলে তা সমর্পন করা যাবে না এবং বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি ডিওএইচএস এ আবেদনের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।**

(৩) যে কোনভাবে চাকুরি হতে বরখাস্ত, অপসারিত, বাধ্যতামূলক কমিশন পরিত্যাগ, স্বেচ্ছায় কমিশন পরিত্যাগ, অকালীন (বাধ্যতামুলক) অবসর, বাধ্যতামুলক অবসর, শৃঙ্খলাজনিত কারনে বাধ্যতামূলক অবসর এবং স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ প্লট/ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

(৪) বরখাস্তকৃত, চাকুরী হতে অপসারিত, বাধ্যতামূলক কমিশন পরিত্যাগকারী, স্বেচ্ছায় কমিশন পরিত্যাগকারী, অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর গ্রহনকারী, বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহনকারী, স্বেছায় চাকুরী হতে অবসর গ্রহণকারী এবং শৃঙ্খলাজনিত কারনে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহনকারী অফিসারগন পরবর্তীতে বিশেষ অনুকম্পায় স্বাভাবিক অবসর ভোগ করলেও প্লট/ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

(৫) কোন কর্মকর্তা অবসর গ্রহণের পর চুড়ান্তভাবে কোন ফৌজদারী আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে (Convicted by any Court of Criminal Jurisdictions) তিনি এ প্লট পাওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

(৬) কোন শহীদ/মৃত কর্মকর্তার বিধবা পত্নী যদি সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে প্লট পাওয়ার পূর্বে পুনঃবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তবে তিনি এ প্লট পাওয়ার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

ঙ। <u>নম্বর গণনার নিয়ম</u>।

(১) সামরিক বাহিনীতে কমিশনের তারিখ হতে চাকুরির সময়কাল নির্ধারণ করে নম্বর গণনা করা হবে। পশ্চাৎ প্রবীণতার (Ante Date Seniority) জন্য কোন নম্বর গণনা করা হবে না। অনুচ্ছেদ ৪(চ) অনুযায়ী চাকুরির নম্বর গণনা করা হবে।

(২) অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের এলপিআর চলাকালীন সময়কে চাকরিকাল হিসেবে ধরা হবে। এলপিআর শেষ হওয়ার (SOS) তারিখে এবং তৎপরবর্তীতে অবসর বোনাস হিসেবে অতিরিক্ত ২.০০০ (দুই) নম্বর প্রদান করা হবে। অতঃপর কোন নম্বর যোগ করা হবে না।

(৩) এলপিআর চলাকালীন সময়ে প্লট বরাদ্দ করা হলে, বরাদ্দের জন্য নম্বর গণনার তারিখ অনুচ্ছেদ ৪(চ) (১) পর্যন্ত চাকুরি হিসেবে গণনা করে অবসরের জন্য নির্ধারিত বোনাস হিসেবে অতিরিক্ত ২.০০০ (দুই) নম্বর যোগ করা হবে।

(৪) চাকুরিরত অবস্থায় শহীদ/মৃত কর্মকর্তাগণের জন্য বোনাস হিসেবে ২.০০০ (দুই) নম্বর প্রদান করা হবে।

(৫) একাধিক কর্মকর্তার অর্জিত নম্বর সমান হলে, কমিশনের তারিখ দিয়ে জ্যেষ্ঠতা নির্ণয় করা হবে। অর্জিত নম্বর ও কমিশনের তারিখ একই হলে, চাকুরীর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করা হবে।

চ। <u>নম্বর বন্টন</u>। নিম্নেবর্ণিত নিয়মানুযায়ী অর্জিত মোট নম্বরের ভিত্তিতে বরাদ্দযোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হবে ঃ

(১) <u>চাকুরির নম্বর</u>।

প্রতি বছরের জন্য	-	১.০০০ নম্বর।
প্রতি মাসের জন্য	-	০.০৮৩ নম্বর।
প্রতি দিনের জন্য	-	০.০০৩ নম্বর।

(২) পদবীর নম্বর।

ক্যাঃ ও তদনিম্ন	লেঃ ও তদনিম্ন	ফ্লাঃ লেঃ ও তদনিম্ন	- ৩.০০০ নম্বর
মেজর	লেঃ কমান্ডার	স্কোঃ লিডার	- ৪.০০০ নম্বর
লেঃ কর্ণেল	কমান্ডার	উইং কমান্ডার	- ৫.০০০ নম্বর
কর্ণেল	ক্যাপ্টেন	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	- ৬.০০০ নম্বর
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	কমডোর	এয়ার কমডোর	- ৭.০০০ নম্বর
মেজর জেনারেল ও তদুর্ধে	রিয়ার এডমিরাল ও তদুর্ধে	এয়ার ভাইস মার্শাল ও তদুর্ধে	- ৮.০০০ নম্বর

(৩) অবসরপ্রাপ্ত/মৃতদের জন্য নম্বর

বয়স পূর্তিতে (On completion of age limit)
স্বাভাবিক অবসরগ্রহনকারী অফিসারের জন্য - ২.০০০ নম্বর

এম এস অপশনের মাধ্যমে
অবসরগ্রহনকারী অফিসারের জন্য - ১.০০০ নম্বর
এবং
চাকুরীর সময়সীমা শেষে (On completion of svc limit)আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক অবসরগ্রহনকারী অফিসারের জন্য

মৃতদের জন্য (চাকুরীরত অবস্থায়) - ২.০০০ নম্বর

(৪) পদকের জন্য নম্বর।

বীর উত্তম - ৪.০০০ নম্বর
বীর বিক্রম - ৩.০০০ নম্বর
বীর প্রতীক - ২.০০০ নম্বর

(৫) যুদ্ধাহতদের জন্য নম্বর।

সোনালী ষ্ট্রাইপ - ২.০০০ নম্বর
লাল ষ্ট্রাইপ - ১.০০০ নম্বর

(৬) সামরিক চাকুরীতে আরোপণীয় (Attributable to Military Service) স্বাস্থ্যগত অযোগ্যতার কারণে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারগণের জন্য - ২.০০০ নম্বর

(৭) মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের জন্য - ১.০০০ নম্বর

৫। **বাছাই কমিটি**। বাহিনীত্রয়ের সদর দপ্তরে স্ব-স্ব বাহিনীর জন্য একটি বাছাই কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটি নীতিমালা অনুযায়ী প্লট বরাদ্দের জন্য জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুত করবে।

৬। **লটারী প্রক্রিয়া**। বাহিনীত্রয় হতে প্রাপ্ত নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট নম্বরের প্লট বরাদ্দের জন্য পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে বাহিনীত্রয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লটারী অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে। লটারীর ফলাফল সংশ্লিষ্ট সকলকে একই দিনে অবহিত করা হবে।

৭। **সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির অনুমোদন**। লটারীর পর নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম ও প্লট নম্বরসহ তালিকা সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির সদস্য-সচিব, সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটি কর্তৃক এ তালিকা অনুমোদনের পর সদস্য-সচিব তা সরকারী অনুমোদনের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৮। **সরকারী অনুমোদন**। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি নীতিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অফিসারদের নামে প্লট বরাদ্দের জন্য সরকারী অনুমোদন প্রদান করবে।

৯। **বরাদ্দপত্র জারী করণ**। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির পর সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক অফিসারদের নামে অনুমোদনের শর্তাবলী অনুযায়ী প্লট বরাদ্দপত্র জারী করবে। বরাদ্দপত্রে প্রিমিয়াম, খাজনা ও উন্নয়ন চার্জ উল্লেখ থাকবে।

১০। **দলিল সম্পাদন করণ** । বরাদ্দ পত্রের শর্ত মোতাবেক যাবতীয় পাওনাদি পাওয়ার পর মিলিটারী এষ্টেটস অফিসার সংশ্লিষ্ট অফিসারের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দলিল সম্পাদন করবেন ।

১১। **প্লট ব্যবহারের নিয়মাবলী** । সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের প্লট আবাসিক উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হবে । ইজারা দলিলের শর্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্ত অফিসার, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে নকশা অনুমোদন করিয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ করবেন ।

১২। **প্লট বরাদ্দের পরিসংখ্যান** । বাহিনীত্রয়ের চাহিদার মোট প্রয়োজন, মোট বরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন ইত্যাদির হালনাগাদ পরিসংখ্যান সংরক্ষণের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে একটি পরিসংখ্যান রেজিষ্টার বুক সংরক্ষণ করা হবে ।

১৩। **নীতিমালা হালনাগাদ করণ** । বর্তমান বাস্তবতা ও সম্পদের অপ্রতুলতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো । ভবিষ্যতে পরিবর্তনশীল বাস্তবতার প্রয়োজনে এই নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা যাবে ।